দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ: 06 OCT 2016 পৃষ্ঠা ২০

উচ্চ শিক্ষার মান যাচাইয়ে হচ্ছে পৃথক প্রতিষ্ঠান

বিভাষ বাড়ৈ ॥ জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষাবিদদের সুপারিশ অনুসারে অবশেষে দেশের উচ্চশিক্ষার মান যাচাইয়ে চূড়ান্ত হতে যাচ্ছে পৃথক প্রতিষ্ঠান 'এ্যাক্রিডিটেশন (স্বীকৃত) কাউন্সিল'। 'এ্যাক্রিডিটেশন (স্বীকৃত) কাউন্সিল আইন-২০১৬'র খসড়া ইতোমধ্যেই চূড়ান্ত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আগামী সপ্তাহে এ আইন অনুমোদনের জন্য পাঠানো হচ্ছে মন্ত্রিসভায়। শিক্ষাবিদরা কালবিলম্ব না করে মানসম্মত উচ্চ শিক্ষার স্বার্থে এ্যাক্রিডিটেশন (স্বীকৃত) কাউন্সিল গঠন ও কার্যকরের দাবি জানিয়েছেন। জানা গেছে, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদারকি ও শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করবে এ কাউন্সিল।

এর আগে গত মার্চে মন্ত্রিসভায় আইনটির খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন পায়। তবে সংসদে তোলার পর কিছু ধারা সংশোধনের জন্য তা আবার ফেরত আসে। সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো সংশোধন করেই এবার মন্ত্রিসভায় পাঠানো হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) মোঃ হেলাল উদ্দিন বলেছে, এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল আইন-১৬'এর খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে। মন্ত্রিসভার আগামী বৈঠকেই এটি তোলা হতে পারে। জানা গেছে, জাতীয় শিক্ষানীতির 'শিক্ষা প্রশাসন' অধ্যায়ে বলা হয়েছিল উচ্চ শিক্ষার মান রক্ষা ও যাছাইয়ে গঠন করতে হবে 'এ্যাক্রিডিটেশন (স্বীকৃত) কাউন্সিল'। শিক্ষানীতিতে বলা হয়, 'দেশে বর্তমানে কিছু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানকারী বেসরকারী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ সকল বিশ্ববিদ্যালয় *(১৯ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)*

উচ্চ শিক্ষার

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্নাতক ও পরবর্তী) মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনায় সক্ষম কিনা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ব্যয় যৌক্তিক কি না, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পড়ানোর যথাযথ ব্যবস্থা আছে কি না সে সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন জরুরী। স্বাস্থ্য, প্রকৌশল এবং কৃষিশিক্ষা প্রদানকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শিক্ষানীতিতে আরও বলা হয়েছে, 'অপর দিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যায়লয়, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানকারী সরকারী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মান নির্ণয় এবং তার ভিত্তিতে প্রতিবছর এগুলোর র‍্যাংকিং নির্ধারণ করা ও উন্নয়নের পরামর্শ দান করা হবে। উপযুক্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য যথাযথ ক্ষমতা ও দক্ষতাসম্পন্ন একটি এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হবে। শিক্ষানীতিতে বলা হলেও এতদিন বিষয়টি ঝুলেছিল। কয়েক দফা উদ্যোগ হলেও পরে আবার কাজ ঝুলে যায়। এ অবস্থায় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য ও শিক্ষাবিদরা কাউন্সিল গঠনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই আলোর মুখ দেখবে 'বহু প্রতীক্ষিত 'এ্যাক্রিডিটেশন (স্বীকৃত) কাউন্সিল।